International Peer Review Journal
ISSN 2321-7340(Print) & E-Journal Virson

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

(The Source of Folk)
E-Journal Virson
Vol.-1: Issue-1: 2022

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

উপজনভুই পাবলিশার্স
মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

কামতাপুরী 'র'-উচ্চারণ 'অ' এবং ভাষাতত্ত্ব

সুজন বর্মণ

কামতাপুরী ''র''-উচ্চারণ নিয়া নানান ঢকের খেউলান শোনা যায়। এলাও শোনা যায়। খালি ''র''-য় নোয়ায় কামতাপুরীর সোগকিছু নিয়া খেইলান শোনা যায়। কিন্তুক এটি খালি ''র''-উচ্চারণ নিয়া কনেক আলোচনা করা হইলেক। ব্যাপারটা অতি সাধারণ ভাষাত্ত্ব সিদ্ধ।কিন্তুক না জানার বাদে; রাজবংশীক নিয়া শখিনদারি খেউলানি মানসিকতা থাকার বাদে, খেউলান করে। মনের আশ মিটায়। এই নাকান করি কামরূপ বা কামতা শব্দত 'কাম' শব্দ থাকার বাদে, যেলায় সেলায় কামুদি বুলি খেউলান করাও হয়া থাকে। এটাও না জানার বাদে। কামতাপুরীর বেশীরভাগ উচ্চারণ নিয়া খেউলান শোনা যায়। যেমুন ডাইল উচ্চারণ নাকি বাংলায় 'ডাল' উচ্চারণের বিকৃতিরূপ। কিন্তুক শব্দটা ইংলিশ 'ডাইলিউটেড'(diluted); এই তানে 'ডাইল'। উড়িয়া 'ডালি'। 'ডাইল' কোনো শস্য নোয়ায়। 'কালাই'(pulses) শস্য। ইয়াক সিজিয়া গলেয়া নেওয়া হয় বুলি 'ডাইল'(adiluted pulses)। খেউলানের শ্যাষ নাই। বাংলাদেশের রংপুরত মানষিলা 'বাহে' শব্দ ব্যাহার করে বুলি বাংলাদেশত সাহিত্যতও রসিকতা করি 'কোন্টে বাহে' মানে রংপুর—এই চল হইছে। যেমুন, 'কি দাদা কোথায় যাচ্ছেন।—যাচ্ছি একটু 'কোন্টে বাহে'—মানে উমরা যাবার ধরিছে রংপুর। এই নাখান নানান রসিকতার উৎস 'রংপুর'। এই বাদে আজি রংপুর নিয়া গহীন আলোচনা দরকাল। খালি রসিকতা চাউটালি করিয়া সাহিত্য রসের উৎস হয়া থাকিবে, সেইটা হয় না।

কুনো এক বইয়োত 'র'-উচ্চারণ নিয়া খেউলান করা হইছে। কিন্তুক এই খেউলানির কথাত 'বইয়ের উল্লেখ' না করায় ভাল। দোষ হামারে। এতো ডাঙর একটা ভাষাতাত্বিক ঐতিহাসিক বিষয় হামরা যদি না জানি, না ব্যাখা করি, খালি কাহো খেউলান করিলে 'প্রতিবাদের হুরকা' তুলিয়া ক্ষমতা দেখাই; ইয়াত কুনো সুফল হয় না বুলি মোর মনে কয়; বা সেই সফলতা অস্থায়ী হয় বুলি মোর মনে কয়।

কামরূপ-কামতার উন্নত সভ্যতা যদি আরো উন্নত হয়া না ওঠে, মানষি খেউলান করিবেকে। আর হামার 'পুরুস্কার ন্যাবরা' ভাব যদি না কাটে, তাইলে তো আরোও মুশকিল।

দোষ হামারে। হামার উচিত কামরূপ-কামতার ইতিহাস ভাষা-সংস্কৃতি নিয়া গহীন গবেষণা করা। এই বাদে মোর এটি 'র'-এর উচ্চারণের 'অ'-প্রবণতা নিয়া কণেক ছোট করিয়া আলোচনার জোগার।

র-এর উচ্চারণ নিয়া বাস্তব ব্যাক্তিগত ঘটনা:

র-এর উচ্চারণ নিয়া বাস্তব কিছু ব্যাক্তগত ঘটনার উল্লেখ করিলে ভালে হয়। এই বাদে কং। মুই সেলা প্রাইমারী পড়ং। মোর এক কাকী (ধরি নিলং) পড়াশুনা না জানে বুলি 'রূমাল'-ক কয় 'উরমাল'। আমরা সগায় হাসি। কাকী 'রূমাল' কবার পায় না। মোর দাদা খুব রসিক। কাকীক কয়—কাকী, ক দেখি 'রূমাল। কাকী নইজ্জা-নইজ্জা মুখ করি হাসি হাসি কয় —'উরমাল'। আমরা আরো গিরিস্ করি হাসি। কাকী 'রূমাল' কবার পায় না। দাদা কাকীক কয়—'কাকী, স্কুলোত ভর্তি হ। হামার নগত স্কুল যাবু। কাকী কয়—'তোমরায় পড়ো বাপ রে, মোর কি আর দিন আছে? তোমরা পড়লে না মোর হবে।

সগায় খালি খানিক চুপ হয়া রই। হয় কাথাটা, আমরা পড়িলে কাকীর হবে। মুই ভাবোং আমার পড়াশুনা করা খাবে। আমার মানষিলা ভাল করি কথা কবার না পায়।

এইলা সেই ছাওয়ালি দিনের কাথা। পাছোত ধীরে ধীরে জানির ধরিলং আমার ভাষা-সংস্কৃতি দোসরা, ইতিহাস দোসরা। আর হিন্দিতো 'উরমাল' কয়। সূচুনা হইলেক মনোত পুছারি, সমাধান কী?

পাছোত বাংলা সিনেমার একটা ঘটনাত খুব কষ্ট পাইছুং মনোত। সময়টা কলেজ পড়ার কাল। সিনেমার ঘটনাত নায়িকা রংপুরের গ্রমের। নায়ক নায়িকাক শহর নিয়া যায় ভাষা শিখায়। 'আজা' নয় 'রাজা'; 'আনী' নয় 'রানী'। সেদিন মনে হইছে ভাল করি; এটা খোদার উপরা খোদ গিরি। একটা দোসরা ভাষা-সংস্কৃতি নিয়া খেউলান করা ঠিক নোয়ায়।

'র'-এর উচ্চারণ 'অ'-প্রবণ; এটা সম্পূর্ণ ভাষাতত্ব সিদ্ধ। আর গোটালে 'অ' হয়া যাওয়া, এটা আঞ্চলিক রূপ। সৌগ ভাষারে আঞ্চলিক রূপ আছে। 'রাজা' কুনো বেলাও সার্বিক ভাবত 'আজা' হয় না। কামতাপুরত রাজা বা মহারাজাধিরাজেরঘরক কুনো বেলাও শিষ্টভাবত 'আজা' কওয়া নাই। রংপুরের এই প্রবণতা বেশী। সেই বুলি রংপুর কুনোদিন 'অংপুর' হয়া নাই যায়। এই নিয়া ভাল ভাষাতাত্বিক আলোচনা দরকাল।

ব্যাক্তিগত ঘটনার আর একটা ঢক এটি তুলি ধরং, ব্যাপারটা ঝলমলা হবে। ইংরাজী অনার্সের টিউশনের ক্লাস (১৯৮৯)। স্যার আলিপুরদুয়ার কলেজের দিলীপ কুমার চক্রবর্তী। পড়েবার সময় অন্তস্থ বর্ণ নিয়া আলোচনা করির যায়া র-এর উচ্চারণ নিয়া কথা উঠিল। স্যার মোর ভিতি দেখিয়া কবার ধরিল: 'অন্তস্থ বর্ণের উচ্চারণ স্বর এবং ব্যঞ্জনের মাঝামাঝি। এই জন্য তোমাদের (দেশী মানুষদের) 'র' উচ্চারণটাই সঠিক ব্যাকারণ সম্মত। আমরা বাঙালীরা 'র' উচ্চারণ করি ড়-এর মতো'। স্যার উচ্চারণ করিয়া শোনে দিল: 'রবীন্দ্র' উচ্চারণ 'র(ড়)বীন্দ্র'। এখানে 'র'-এর স্বরবর্ণ ভাব নেই, ব্যাঞ্জন প্রধান। আর তোমাদের উচ্চারণটাই স্বর-ব্যাঞ্জনের মাঝামাঝি অর্থাৎ 'অন্তস্থ'।

সেই থাকি মোর 'র' উচ্চারণের উপরা একটা ধারণা উপজিছে। পাছোত নানান পড়াশুনা করি জানির পাছুং 'র'-এর ধ্বনিতাত্বিক গুরুত্ব। সেই নাম-উচ্চারণ-না-করা বইখান পড়িয়া মোর লেখার আটুশ হইলেক। বইয়োত আরো মেলা খেউলানের বিষয় আছিল। অতোলা না কওয়ায় ভাল। বইয়ের লেখাইয়ার উপরা রাগ না খাওয়ায় ভাল। উমরা না জানে বুলি কয়। হামরায় বা কয়জন জানি, বা জানার ধাউতি রাখি।

বর্ণ:

বর্ণ একটা ধ্বনি মাত্রক নোয়ায়; মানব সভ্যতার ভাব বিকাশের বা ভাব প্রকাশের বাদে শব্দ তৈয়ারের একটা একক। বৈদিক ধারণাত অক্ষর হইলেক অস্তিত্ব 'বীচি' বা 'বীজধ্বনি। পত্তিটা শ্রুতিযোগ্য ধ্বনিক 'অ' থাকি 'ক্ষ' তক পঞ্চাশটা ভাগত ভাগ করা হইচে। এই বাদে এইলাক 'অক্ষর' কওয়া হয়। আর এই গুলা মানষির ভাবের অক্ষর ব্যাঞ্জনা; এই তানে 'অক্ষর'। অ থাকি ম তক ধ্বনি প্রণব ওঁ-এর সাথত যুক্ত। ধ্বনি যেহেতু অক্ষরের(বর্ণর) দ্বারায় তৈয়ার, সেই বাদে তন্ত্র মতত বর্ণর মাঝতে ব্রহ্মাণ্ডর সিজ্জন-শক্তি আছে। এক একটে বর্ণ শক্তির এক একটা ব্যাঞ্জনা। আর এই বর্ণমালার গোটাল রূপটা মাতৃকা শক্তির প্রকাশ।

বৈদিক সংস্কৃতে এবং প্রকৃত ভাষা:

ইন্দো-এশিয়ান ভাষাগুষ্ঠীর এই কামতাপুরী ভাষা প্রাচীন থর(স্তর) প্রাকৃত ভাষা। মাগধী বা পূর্ব মাগধী প্রাকৃত কওয়া হয় এই কামতাপুরী ভাষাক। মৈথিলী এবং পালি প্রাকৃতের সাথত ইয়ার বেশী সাযুজ্য। বৈদিক সংস্কৃত পানিণির হাত ধরি সংস্কৃত পর্যায়োত আসি পংচিলে ভাষা বিবর্তনের এক বিশেষ পর্যায়োত প্রাকৃত ভাষার উপজন। পালি প্রাকৃত সউগ থাকি বেশী পরভাবশালী। বৌদ্ধ ধর্ম এই ভাষাতে পরচার হয়া আছিল। বৈদিক সংস্কৃতের আমল থাকি এই ইন্দো-এরিয়ান ভাষার দুইটা লিপি প্রচলিত আছিল: ব্রাহ্মি এবং খারষ্টি। এই লিপি পরায় একে। এবং দুই লিপির মাঝত দুইটা পরধান ব্যাগলতা হইলেক ব্রাহ্মি লিপি লেখা হয় বাও থাকি ডাইন পাকে; আর খারষ্টি লিপি লেখা হয় ডাইন থাকি; এই দুই লিপির মাঝত ব্রাহ্মি লিপির ধীরে ধীরে পরভাব বাড়ে। কাঁহো কাঁহো এই দুই লিপিক ইন্দো-এরিয়ান এবং ইন্দো-ইরানিয়ান, দুই গুষ্টির দুই নাখান চৈল বুলি ভাবে। তবে কাথাটার মাঝত কিছুটা যৌক্তকতা আছে বুলি মনে কয়। ইন্দো-এরিয়ান এবং ইন্দো-ইরানিয়ান এই পরধান গুষ্টির মিলনত যেমুন আর্য হিন্দু সংস্কৃতি আরো ভাষা তৈয়ার হইছে; তেমুন এই দুই লিপির মিলন ভাবত একটা নির্দিষ্ট মান তৈয়ার হয়। খারষ্টিরে একটা রূপ বাওঁ থাকি ডাইন পাকে লেখার ধারণা তৈয়ার হয়; কিন্তুক শেষত ব্যাহ্মি লিপিরে পরভাব বাড়ে। আর ব্রাহ্মিরও ডাইন থাকি বাওঁ পাকে লেখর দুই-একটা মুদ্রার উদাহরণ পাওয়া যায়। এই নাকান নানান অদল বদলের মধ্য দিয়া শেষোত বাওঁ থাকি ডাইন পাকে লেখার ব্রাহ্মি লিপি তৈয়ার হয় বা ব্যবহার চল হয়। বেদ এই ব্রাহ্মি লিপিতে লেখা হয় শ্রুতি

অবস্থার পাছত। যাই হউক আমরা এই প্রবন্ধত র ধ্বনির অ-উচ্চারণ বা অ-প্রধান উচ্চারণ নিয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিমু। এই বাদে উক্ত দোনো লিপির বর্ণমালার র-এর উচ্চারণ আলোচণা করিমু। উক্ত দুনি লিপিতে র আছে অন্তঃস্থ্য বর্ণ হিসাবত:

ব্রাহ্মি: য(y), র(r), ল (l), ল(I), র(v/w)

খারাষ্টি: য(y), র(r), ল(l), র(v /w)

এই দোনো লিপিরে অন্তস্থ্য বর্ণর উচ্চারণ স্বর আরো ব্যঞ্জনের মাঝামাঝি। ব্রাহ্মি লিপির দুইটা ল যা পাছত নানান লিপির মাঝত অনুসৃত হইছে। কামরূপী লিপিত বা পাছের কামতাপুরী উচ্চারণত বা লেখার ব্যবহারত পাছের 'ল' যা জিবার মাথা কণেক উপরা পাখে ঘোরেয়া তালুত নাগেয়া উচ্চারণ হয়, এই ল উচ্চারণের রীতি দীর্ঘ-লী-এর মাঝত নিহিত থাকে। যেমুন, শ৯৯ , আ৯৯ ইত্যাদি।

পালি অন্তঃস্থ্য বর্ণ: য(y), র(r), ল(l), ল(l), র(v/w)

এইলা Semi Vowel হিসাবত ব্যবহার হয়। র খুব নরম ভাবত উচ্চারণ হয় যা ইংরাজি 'r'-এর নাকান। আর এই তানে 'র'-এর উচ্চারণ মাঝে মাঝে অ-প্রবণতা পায় বেশী। এই নরম ভাবত 'র' উচ্চারণ করাটায় ব্যকরণসম্মত বা ধ্বনিতাত্বিক শালীনতা। কামরূপ-কামতা অতি প্রাচীন উন্নত সভ্যতা। ইয়ার সংস্কৃতি গহীনতা জোখার জোখন-শিল(মাপকাঠি) বগলাবগলি নয়া উন্নত হওয়া কুনো সভ্যতার নাই।

এই ধ্বনিতাত্বিক শালীনতা বজায় রাখির যায়া মানষির মুখের উচ্যচারণ 'অ'-ক ডাকে আনে যা ভাষার প্রাকৃত রূপ কওয়া হয়। এই প্রাকৃত রূপের মাঝত পালির রূপত ইয়ার 'অ'-প্রবনতা বেশি।

পালিত 'ঋ'-'ই' হয়,

যেমুন,-ঋণ=ইণ(ina)

ঋণী-ইণায়িকা(inayika), ইণটঠ্য(inattha)

ধর্ম=ধম্ম (এটি র-এর লুপ্ত অ ম-এর দ্বিত্ব হয়)

নির্বা=নিব্বান(এটি র-এর লুপ্ত অ ব-এর দ্বিত্ব হয়)

হৃদয=হদয়(hadaya)। চন্দ্র=চন্দ(chanda), কামরাপুরী চান্দ, চান;

পুর্ণচন্দ্র-পুন্নচন্দ(punnachanda),কামতাপুরী=পুন্নিমা।('র' 'অ'-প্রধান হয়া ন-এর দ্বিত্ব হইলেক)

প্রজা=পজা(paja), (র-ফলার বিলোপ); কামতাপুরী-পরজা/পোজা, পরজা(র-ফলা 'র' হয়, যা অন্তঃস্থ উচ্চারণ-প্রধান), আর 'পোজা'-ত র-ফলা 'ও'(ো) হয়।

আর্য্য-আরিয় (এটি 'র'-এর ই-স্বর আগম হয় বা য-ফলার যুক্তরূপ ''ইয়'' ধ্বনি-র ''ই'' র-এর ''ই''-কার হয়।)

ইংলিশ-(-আ (ি)বয়, হিন্দি-আ(ি)রয়; কামতা আ(ই)র্য; বাংলা-আর্জ্য; কামতাত অন্তস্থ-য বর্গীয়-জ-এর বগলা বগলি। এবং এই ''বগলাবগলি'' ঢকটা প্রাচীন কালত য-এর বেশী বগলত আছিল। ইদানিং কালত বাংলার পরভাবত কামতাপুরী ''য'' বেশী জ-এর বগল যাবার ধরিছে। আর বাংলাতে সেইটা গোটালে বর্গীয়-জ।

সং-প্রতিদান=পালি-পত্তিদান(র-ফলার অধ্বতি ত-এর দ্বিত্ব করিয়া অ-প্রধান হয়া লুপ্ত হয়।

কামতাপুরীতেও প্রতিদানটা 'পত্তিদান' হয়। প্রতিদিন=পত্তিদিন। প্রতিফল=পত্তিফল এই নাখান, প্রেম=পেমো(পালি)

প্রেম=পেম(কামতা)

সুত্র=সুত্ত[র-ফলা ত-এর দ্বিত্ত্ব করে-পালি]

সুত্ত >সিতা[কামতা]

মিত্র=মিত্ত [র-ফলা ত-এর দ্বিত্ব করে- পালি]

মিত্র=মিতর [র-ফলা ত-ওক অ-ধ্বনি দান করে এবং পাছেয়া যায়-কামতাপুরী]

সুত্র=সোতর[কামতাপুরীত র-ফলা ত-ওক অ-ধ্বনি দান করিয়া পাছেয়া যায় এবং আগ পাকের উ-এর সমীভবন হয়]।

র-এর পাছেয়া যাওয়ার উদাহরণ ইংরাজিতে আচে যেমুন

পিতৃ=peter-father

ভ্রাতৃ=Brother

মাতৃ=mother

ত্রিপিটক=তিপিটক(পালি)[র ই-এর ভিতরত লুপ্ত]

তৃতীয়=তিতিয়[কামতা][এটি র-এর অ-প্রধানতাও লুপ্ত হয়া গেইলেক]।

সং-অত্র>প্রা-এথথ>কামতা-এত্তি/এটি। [এটি র-এর অ-প্রধানতা লুপ্ত হয়া ত-এর দ্বিত্ব করিলেক]।

হিন্দিত অন্তস্থ্য বর্ণ [য় র ল ব হিন্দিতে হবে]। এই গুলা স্বর আরো ব্যঞ্জন বর্ণর মাঝিলা উচ্চারণ। এমুনকি (য ব হিন্দিতে হবে)-এই দুই বর্ণক পুরাপুরি আধাস্বর কওয়া হয়।

ইংরাজিতে ''r'' উচ্চারণ শব্দের শেষোত থাকিলে 'অ' হয়।

যেমুন:-father[-আ(র)], mother[-আ(র)],brother[-আ(র)], finger[-আ(র)], cheer[-আ(র)], fear[-আ(র)]।

Fingers[-অ(র)স], chairs[-আ(র)স], hinders[-আ(র)স],। এমুন কি শব্দর মইধ্যত থাকিয়াও জোড়-ধ্বনির হইলে 'আ'-প্রধান উচ্চারণ পায়। যেমুন— fearful[-আ(র)], cheerfu[-আ(র)]।

কেবল যুক্ত ধ্বনি হইলে 'র' উচ্চারিত হয়। যেমুন children(চিলড্রেন)।

আর syllable ধ্বনির হইলে র-এর উচ্চারণ র-ই হয়। যেমুন danger-এর উচ্চারণ ড্যানজাআ(র)। [ড্যান-জা)অ]; কিন্তুক dangerous-এর উচ্চারণ 'ড্যাঞ্জা-রাজ'(dange/rous)।

ইংরাজীতে Rengun উচ্চারণ Yangun হয়। এটি 'র' একেবারে 'য়' হয়া গেইছে।

সংস্কৃত 'র' কামতাপুরীত সরাসরি 'অ' হইছে বা লুপ্ত-অ হইছে; এই নাকান উদাহরণ মেলা আছে। সংস্কৃত শীর্ষ>কামতাপুরী 'শীর্ষ'(ধানের শীষ) র-এর লোপ। ফির শীষ হইলেক শীয়া; এটি র-এর অ ধ্বনি 'য়া' হইলেক।

সংস্কৃত নত শীর=কামতাপুরী নাতাশীয়া [নতশীর>নতশীয়া>নাতাশীয়া]। এটি র-এর উচ্চারণ গোটালে 'অ'/'আ' হইলেক।

পালি ভাষা পাটালিপুত্রত পালিত হওয়ার ফলত হিন্দি আরো কামতা ভাষাত পরভাব ফেলাইছে বেশী। হিন্দি কামতা আরো পালি ভাষার র-এর অ প্রধানতা(স্বর প্রধানতা) বেশী। কামতা(কামরূপীর পশ্চিম অংশ), মৈথিলি, অসমিয়া(কামরূপী-প্রধান), উড়িয়া-এই ভাষালা 'প্রাকৃতিক'; অর্থাৎ 'প্রাকৃত' ভাষা(পালি ইত্যাদি) কেন্দ্রিক। বাংলা ভাষা যা কামতা বা কামরূপী থাকি উপজা এবং গৌড়িয়া পরশ পাওয়া সংস্কৃত পণ্ডিত দিয়া লালিত পালিত হওয়াত 'প্রাকৃত' থাকি বহুত দূরত সারি গেইছে। ইয়ার প্রাকৃত রূপ দেখেবার গেইলে কামরূপী বা কামতাপুরীর সহায় নেয়। যেমুন, বাংলা-গা; সং; প্রা;কামতা-গাও।

বাংলা-এলো:সং-আলুলায়িত; প্রা- 'আউলাইঅ' এবং আউল। কামতা-আউল/আউলা; প্রাকৃত ঢকের একেবারে বগলের।

বাংলা-মা; সং-মাত; প্রা-কামতা-মাও। ভারতবর্ষের সৌগতকা ডাঙর প্রাকৃত কেন্দ্রিক ভাষা হিন্দি। এই হিন্দির সাথত কামতা নাগা মিল।

'র' বর্ণর গঠনগত বৈশিষ্ট্য নিয়ায় একে ''অ''-ধ্বনির ওণায পাওয়া যায়। 'ব' দুই নাখান বর্গীয় 'ব' আরো ব(উঅ-ব;''র'' ব(উঅ-ব)-এর আন এ্যাকটা ঢক। আকারগত ঢক এ্যাকে; খালি এ্যাকটা বিন্দু নীচাত। আর ব-এর নীচাত এ্যাকটা ছোটো কসি। কামরূপী বা প্রাচীন কামতাপুরী প্রচলিত লিপিলার মাঝত র-এর আরো এই নাখান ঢক পাওয়া যায়। কোনোটা পিঠিত কাটা দাগ, কোনোটা উপরা পাকে কাটা দাগ। সুতরাং ঢকটা ঐ র(উঅ-র(-এর কাখান। আর উচ্চারণও অ যুক্ত। এটা একটা গুরুপ্তপূর্ণ বিষয়। আকারগত ঢক, আর উচ্চারণগত ঢক-এর মাঝত মিল।

ঋগ্বেদিক চিত্র:

প্রাচীন বৈদিক কামরূপের চিন আমরা ঋগ্বেদত পাই। ঋগ্বেদত কামরূপক কওয়া হইছে যোনি। যোনি 'কামের রূপ' সেই থাকি 'কামরূপ'। এই যোনি থাকি যোনোপীঠ। মানব সভ্যতার। অতি পবিত্র ধর্মপীঠ। মানব সভ্যতার ধর্মভাবনার উপজন হয় যৌন পূজা বা যৌন প্রতীক দিয়া যা ইজিপ্ট ব্যাবীলন আদি প্রাচীন সভ্যতার ধর্মচেতনার চিন। সেই নাখান অতি আদি কালের সভ্য ইতিহাস আজি আন্ধারত। ঋগ্বেদের মৈত্রীয় সমাজব্যবস্থার পৈলা উদাহরণ সখা সখী,মিত্র ইত্যাদি শব্দ। কামতাপুরী সমাজ ব্যবস্থাত মিতর ধরা(nuptial friend) এবং পানিছিটা(nuptial father) জ্বলজ্বলা পরমাণ। সখা পাতা (ritual friend) কামতাপুরী সমাজতে আছে। দ্বারাপৃথিবী যার অর্থ দ্যাওয়া এবং পৃথিবী(sky and earth) ঋগ্বেদের পাতায় পাতায় ইয়ার ব্যবহার। এই শব্দের বিশেষ অংশ দ্বারা, যা থাকি দ্যাওয়া(দারা)শব্দর উপজন; যা কামতাপুরীতে পাওয়া যায়। বাংলা অক্ষরত সংস্কৃত লেখার ফলত এই 'দারা' 'দাবা' হয়া যায়। এই বাদে পাঠকের ঘটে ভ্রম। বাংলা অক্ষরত চর্যাপদ লেখার ফলত 'নারি' 'নাবি' হয়া যায়। এই বাদে উচ্চারণের বদল হয়। অর্থর ভ্রম হয়। [সোনে ভরিতী করুণা নারী/রূপা থোই নাহিকো ঠারী-চ.প.]এটি

বাংলাত আছে 'নাবী' এবং 'ঠাবী'। এইলা আসলোত নারী(নাও-নার, নৌকা) এবং ঠারী(ঠাঞি)(সং-স্থানিক-ঠানিক-ঠামিঅ-ঠাঞি/ঠারী)। দুইটায় উঅ-র সোনায় ভরতি করুণার নাও; রূপা থুবার ঠাঞি নাই।

কামতাপুরী 'জুই আসিছে ঋগ্বেদের 'জুহু'(জুইয়োত ঘিউ ঢালিবার হাতা)থাকি। আর ''জুহু'' শব্দ আসিছে ''হু'' ধাতু থাকি যার অর্থ ''আহ্বান করা''। চৌকা আসিছে যঞ্জকুণ্ড(চৌকোণা)থাকি। পত্তিটা হাড়িবাড়ীর চৌকা চৌকোণা না হয়াও নাম ''চৌকা''; অর্থাৎ গার্হপত্য অগ্নির যঞ্জর চিন। ঋগ্বদের 'মিশ্ল' বা 'সাম্মিশ্ল' থাকি সিদায় 'মিশল'। 'মিশ্ল' থাকি সংস্কৃত করণ করিয়া হউছে 'মিশ্ল'; ''ল''-টা ''র'' হইছে। আর কামতাত 'মিশ্ল'-টা সোজায় ''মিশল''; সিদায় বৈদিক থাকি নেওয়া। প্রাচীন সংস্কৃতত ''র''-টা ''ল'' হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। ''দুরা''(ছোটো পানিমাচ) প্রাচীন কামতাত ''দুলা/দুলি'' উচ্চারণ হইছিলো। সুতরাং অন্তস্থ বর্ণ ল-এরও অ-প্রধানতা র-ৎ মিশি গেইছে। এই বাদে কামতাপুরী ভাষা । ইয়াত বৈদিক, পাছের সংস্কৃত, প্রাকৃত আরো এমুনকি ''এ্যাভেস্তা'' শব্দ-ও আছে।

শুক্রাচার্য্য শব্দ আসিছে শুক্লাচার্য্য(শুক্ল আচার্য্য)থাকি। শুক্ল-ধওলা, শুক্র, জ্যেতি(১৭৪, কৃষ্ণ যজুর্বেদ); শুক্ল-বীর্য্য, ধওলা বুলি এই নাম। কামতাপুরীত শুকুচরণ মানে শুক্ল চন্দ্র। ঋষি শুক্লাচার্য্য ধবধবা গোরা আসিল বুলি এই নাম।

শুক্রগ্রহও ধওলা আলো দেয় বুলি ''শুক্লগ্রহ'' নাম আছিল শুক্লগ্রহর। কালক্রমত 'শুক্ল' শব্দ হয়া গেইলেক ''শুক্র''।

ঋগ্বেদ বহুকাল ধরি শ্রুতি হিসাবত চলি আসিছে। তিন হাজার খৃষ্ট পূর্বাব্দ থাকি ইয়ার সূচুণাকাল হবার পারে। ঋগ্বদত নানান ঋক্ নানান ঋষির সিজ্জন। সূর্য পূজারী ইন্দো-ইরানিয়ান সমাজগুষ্ঠীর ভাবনার পত্তিফল স্বরুপ সূর্যয় হয় ঋগ্বেদীয় যুগের এক বিশেষ দেবতা যা অগ্নি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রূদ্র ইত্যাদি নানান অভিধাত অবিধিত এবং পূজিত। সূর্যর নানান রূপ ব্যঞ্জনার পরকাশ ঘটে অশ্বিদ্বয় আর এক রূপক ব্যাঙজনাত। এই অশ্লিদ্বয় পৌরাণিক কবিলার কল্পজগতের তৈয়ার অশ্বিনীকুমারদ্বয় যায় বা যামরা(দুইজন)স্বর্গর বৈদ্যরাজ। বৈদ্য পুনোরুজ্জীবনী শক্তির প্রতীক। সূর্যর আলো বা রশ্মি জীবনদায়ী শক্তি। সূর্য ওঠে কামরূপ যার নাম ''প্রাচীনং জ্যোতি'' বা প্রাগজ্যোতিষ, সামবেদত যাক কওয়া হইছে 'মাতরপুর', যাত সূর্যর উদয় হয়।

সূর্যরশ্মি ঊষাকাল ভেদ করিয়া সূর্যক উচা আকাশোত নিয়া যায়। সূর্য এককান বহু রং রঞ্জিত রথ। ইয়াক টানে রশ্মিগুলা। এই রশ্মির মাঝত দুইটা রশ্মি যেনে দুইটা ঘোড়া(অশ্ব)। এই দুইটা রশ্মিই রশ্মিদ্বয়। রশ্মিদ্বয়ের উজ্জীবনী শক্তি ঋগ্বেদ খ্যাত।

আর ''রশ্মি'' এবং অশ্মি এর ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখা এই নাখান-

অশ্বি-(অশ(to spread) -র(কর্ত্তৃ)-ই।

রশ্মি-অশ(to spread)-মি] অ=র)।

দুইজাগাতে অশ ধাতু, ব্যপ্তি ব্যঞ্জনা; র=অ, নিপাতন। ঘোড়াও দ্রুতগতিত ব্যপ্তি হয়; রশ্মিও দ্রুত গতিত ব্যপ্তি হয়। এই তানে ''রশ্মি'' ত্মার ''ত্মশ্বি'' একে; খালি ''রশ্মি''-র মাঝত সুক্ষ্মতা ত্মাছে ''মি'' ব্যঞ্জনাত। সূর্য্যর 'সপ্তত্মশ্ব', ত্মর্থাৎ সাতটা রং(রশ্মি); ইং-Horse [হ(র)স], Old Eng-hors; Old High germanhors; Old Norse-rhorse, French-ross, Prasia-rossa. এটি সোগ বাষাতে র(R) অন্তঃস্থ বর্ণর ঢক (মূর্ধণ্য নোয়ায়), যা 'অ'-ধ্বনি প্রধান। এটি ''র'' আর ''অ''একাকার। বৈদিক সংস্কৃতের অন্তস্থ বর্ণও স্বর এবং ব্যাঞ্জনের মাঝামাঝি। র-এর 'ল' হওয়া বা ল-এর 'র' হওয়ার চল আছিল। সংস্কৃত দুলি: কামতা 'দুরা'।

সেই নাকান ''র''-এর ''অ''-প্রধান উচ্চারণ বা গোটালে 'অ' হয়া যাওয়া বৈদিক সংস্কৃত, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত(পালি প্রাকৃত ইত্যাদি) ভাষার সাধারণ চল। ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগুষ্টির ভাষালার এটা একটা সাধারণ প্রবণতা। যে মানষিলা মূলত: ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগুষ্টির নোয়ায় এবং পরবর্তীর ইন্দো-এরিয়ান প্রভাবত প্রভাবিত,উমারঠে এই অন্তস্থ বর্ণর ধ্বনি-বাঞ্জনা বুঝি উঠা কঠিন কাম বটে! এই নাখান না বুঝিয়া না জানিয়া কামরূপ-কামতার গূঢ় রহস্য তথা ভাষাতাত্বিক সুক্ষ্ম ভাব না ভ্যাসরেয়া বাংলার আয়নাত রাজবংশী মানষিক মুখ দেখেয়া তুর্বুনাশ করিছে সৌগ।

উক্ত ''তুর্বুনাশ'' শব্দর অর্থ বোঝাও মুশকিল নয়া সভ্যতার। যে বৈদিক কালত যদু, অনু, দ্রহু, তুর্বুশঘরের যুদ্ধ হইছে, যে যুদ্ধত তুর্বুশঘরের নাশ হইছে, সেই বৈদিক কালের প্রচলিত ঘটনাক্রমিক শব্দ এই ''তুর্বুনাশ'', কেমনকরি বুঝা যাবে বৈদিক মানষি না হইলে।

আন একটা বৈদিক উদাহরণ দেওয়া যাউক। পুরাণত যা ''রাক্ষস'', উয়ার বৈদিক উচ্চারণ ''রাক্ষ''। এই রক্ষ বা রক্ষ:রক্ষস হয়া পাছত রাক্ষস উচ্চারণ হইছে। এই রক্ষ-এর বদলি উচ্চারণ হইলেন ''যক্ষ''। এই যক্ষ-য় পাছত ''যখা'' হয়। এই 'র' আন এক অন্তস্থ('অ'-প্রধান) বর্ণ ''য'' হইছে। খালি আধুনিক কালত এই য-এর উচ্চারণ ''জ''-এর নাখান হইছে। এই বাদে কওয়া যায় ''র''-এর ''অ'' প্রধানতা অতি প্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক রীতি।

বৈদিক কালত এক এক জননেতা 'দেবরূপ'-ত উন্নিত হয় এক এক সমায়। এক এক সমায় এক জনের পরভাব বাড়ে। এই ঢক করিয়া কুবেরের ধনরক্ষন যক্ষ বা রক্ষ 'যখা' ঠাকুর নাম পায়। আর এটি কওয়া যায় যে, 'যখ' প্রসঙ্গ টানিয়া কাহো হয়তো কবে। 'রাজবংশীলা তাইলে রাইক্ষস'? কিন্তুক না। রাবন কুবেরের সমাজ অনার্য্য নিয়ায়। আর রাজবংশীয় এক নিদিষ্ট জননেতার বংশধর নোয়ায়। অতি প্রাচীন এই ব্রাত্য(আধ্যাত্ম) সমাজের বিশাল উন্নত ইতিহাস দীঘিলা ইতিহাস আছে।

রক্ষসঘর মহা সম্পদশালী ব্যবসায়ী এক আর্য্য জনগুষ্ঠী। উমরা ধনক রক্ষা করি চলে, ঐ ঢক করি আর্য্য সমাজকও রক্ষা করি চলে। একবার নিজের মাজত নড়াইওত কুবের নিহত হইলে ছোটো ভাই রাবন(বিশ্বশ্রবা মুনির বেটা) শ্রীলঙ্কা যায়া রাজ্য থাপন করে আর পত্তিশোধ নেয়। পাছের কাহিনীকরণত উমরা আর্য্যশত্রু বুলি নাম পায়। পৈলা রামায়ণের ছয় হাজার শ্লোক মাত্রক। এলা রামায়ণের ২৪ হাজার শ্লোক। এই ঢক করি কাহিনীকরণ করি করি শ্লোক বাড়া মানেই বংশগত ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির বিকৃত আচাভুয়া ইতিহাস তৈয়ার। আর সুবিধাবাদী শাসক শ্রেণী ঐলাকে হাতিয়ার করিয়া বিভেদবাদী শাসন চালেয়া যায়।

গালাকাটা কুবেরের হাতির মাথা দিয়া গণেশ তৈয়ার করিয়া পাছোত কুনো মতে ঐ ব্যবসায়ীক শ্রেণীর সাথত সমন্নয় করে পাছিলা পৌরাণিক কাহিনীর বামুন সমাজ, গঠে তোলে শিব পরিয়াল।

রংপুর:

রংপুর প্রাচীন কামরূপের একটা ঐতিহ্যবাহী এতিহাসিক ভুইঁ, যা ভগদত্তর 'রঙ্গপুর' কওয়া হয়। কামরূপের পাঁচটা পিঠের মাঝোত রত্নপীঠ খুব উন্নত পীঠ। ধনরত্ন ভরপুর। এই রত্নপীঠের দক্ষিণ ছ্যেও রংপুর।

ইন্দো-ইরানিয়ান জনগুষ্ঠীর অস্তিত্ব আরো ভাষা সংস্কৃতির পরিচিন আমরা কামরূপত পাই। রংপুর কামরূপের রত্নপীঠের একটা ছ্যেও। কামরূপ একটা ডাচর

সাম্রাজ্য। ইয়ার নানান জাগাত নানান রাজশক্তি কোনবেলা স্বাধীন বা কোনো বেলা পরাধীন ভাবত জাগি উঠিছিল। কামরূপের পশ্চিম সীমাকরতোয়ার পারত এই রংপুরের আর এক রাজশক্তি বোদা(মধ্য পারসী বা বাহ্লিক) শাসন করেছিল প্রাচীন কালত। করতোয়া পারের আর এক রাজশক্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায় প্রিয়াঙ্গু নামত(কম্বোজী)। এই প্রিয়াঙ্গু শেষোত পাঙ্গা নাম নেও। এবং একটা নদীর নাম এলাও আছে পাঙ্গা নামত। গর্তেশ্বরী দেবী এবং বোধেশ্বরীক কেন্দ্র করি এই দুই শাসন কেন্দ্র গঠি ওঠে দুই সমায়ত। ফির গর্তেশ্বরী দেবীক মহাভারতের পশ্চিম ত্রিগর্ত(পাঞ্জাব) রাজ্যরও ফ্যাকারাজ্য কওয়া যায় বুলি কিছু তথ্য পরমাণ পাওয়া যায়। চারুচন্দ্র সন্যাল রাজবংশীলাক বোদো জাতির শাখা বুলি কইছে। এই বোদো থাকি কাহো কাহো 'বোড়ো'(ইংরাজী বানান Bodo) কল্পনা করি ইতিহাসের বিকৃতি যঞ্জত ঘিউ আহুতি দিছে। রাজবংশীলাক বোড়ো জাতির শাখা কইছে। ইরানিয়ান বেধোস্ বা 'অহুর মাজ্দা' যা মহারতু জরাথুষ্ট্র নামত পুজিত। এবং ঋগ্বেদিক 'ব্রধ দেবতা' বা ঋষি এই রংপুরের বোদো ঋষির নগত সাযুজ্য। ইরানিয়ানেরঘরের 'অহুরমাজদা'(পরম ঈশ্বর)আরাধনাকারীরঘর অসুর নামত খ্যাত। অসুর শব্দ প্রভু বাচক; ''বেয়া মানষি'' বাচক নোয়ায়। ঋগ্বেদত অগ্নি, ব্রহ্মা,বিষ্ণু, ইন্দ্র, বরুণ সগায় অসুর। পৌরাণিক কবিলা সগায় ব্যাখ্যা করি মানষির মাঝত ধর্মীয় আবেগ তৈয়ার করির তানে অসুর মানে অনার্য-এই অভিধান চল করিছে। পৌরাণিক ব্যাখ্যার অসুর মানেই অনার্য নোয়ায়। আর্য হিন্দু তৈয়ার হইছে এই ইরানিয়ান(ইন্দো-ইরানিয়ান) আরো এরিয়ান(ইন্দো-এরিয়ান) গুষ্ঠীর মিশল ভাবধারার উপরা। আর ধর্মর ভিত্তিটায় হইলেক তন্ত্র কেন্দ্রিক। ইন্দো-ইরানিয়ান এবং ইন্দো-ইরানিয়ানেরঘরের নিজের মাঝত নড়াই আরো আদি অনার্য জাতির সাথত যৌথ নড়াই-এমুন করি চলি চলি তৈয়ার হয় ধর্মসংস্কৃতির সংশ্লেষ। এই ইরানিয়ান মানষিলাকে প্রাগ-এরিয়ান মানষি কওয়া হয়। ইমরায় ঋগ্বেদের সুচুনা কালতে কামরূপত আইসে যোনিক্ষত্রর টানত। আর বোদো-ত বাস করিছে; এবং বোদেশ্বরী(বোধেশ্বরী) দেবীক থাপন করিছে।

এই বোদা(বোধা)সভ্যতার প্রাচীন বৈদিক করতোয়া সভ্যতা। এই বোদা আছিল; প্রাচীন ত্রিহুত। ত্রিহুত শব্দটা আসিছে 'ত্রিস্রোত' থাকি। মিথিলার সাথত এই করতোয়া সভ্যতার খুব যোগ; বা ঐ সমায় একে রাজনৈতিক ভূমির মাঝত আছিল বুলি কওয়া যায়। জনক ভৌমির ব্যাটা নরক ভৌম পাছোত পূব-কারূপোত রাজত্ব নেয়। কারণ অতি প্রাচীন কালোত মন্দার পর্বত থাকি কামাদগিরি(চিত্রকূট) সুদা পুব পাকে লৌহিত-এই সৌগ জাগা বৈদিক কামরূপ বা ''যোনো', ভগবতী, সতী, সীতা, মহী ইত্যাদির নামোত খ্যাত আছিল। নরকের পাছ থাকি মিথিলার ইতিহাস (যাক জৈন বা বৌদ্ধ গ্রন্থত মহামিথিলা কওয়া হইছিল সেইটা ভাগ হয়া পুব ছ্যেও খালি কামরূপ/প্রাগজ্যোতিষ নাম পায়)।

প্রাচীন বোদা সভ্যতা ঐ ঢক করি আছিল মিথিলার সাথত যুক্ত(মহামিথিলা, পূর্ব বিহেদ, মহাকান্তার বা মহাকামতা ইত্যাদি নামোত)। কামাদগিরির কামতানাথ এ্যালাও চিত্রকূটোত পূজিত। ষষ্ট/সপ্তম খ্রীষ্টব্দর তুলসিদাসের রামচরিত মানসোত আছে বহুবার কামরূপের নাম। সেইটা ঝলমলা ভাবত ম্যালা জাগাত স্থানজ্ঞাপক। সেই সমায়ের ভারতবর্ষর নানান ভগের ক্ষেত্রত এই বোদাক কুনো কুনো গ্রন্থত মধ্য ভারতত বুলি কওয়া হইছে। সেই নাখান ''কামরূপ'' প্রাচ্য ভারতত কওয়া হইলেও ইয়ার মন্দার থাকি কিংপুরুষের বহু এলাকা নিয়া অনেক সমায় থাকার বাদে কামরূপক উদিচ্য বিভাগত-ও ফ্যালা হইছে। হিমাচল প্রদেশের একটা জাগার নাম ''কামরূপ'' এবং ঐ জাগাত ''কামাখ্যা'' মন্দির কামরূপের বিশালতার পরমাণ করে। এই প্রাচীন বিশাল কামরূপ এমুন কি ভারতের অন্যতম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গীতাত-ও উল্লেখিত;এটি ইয়ার অর্থ ভাবজ্ঞাপক।

এই নাখান এই বিশাল উন্নত সভ্যতা কামরূপের এটটা বিশেষ ঐতিহাসিক ক্ষেত্র রংপুর; ইয়ার পরধান রাজধানী ভূমি 'বোদা' যা এ্যালা পঞ্চঘড় নামোত খ্যাত(পাঁচটা গড় থাকার বাদে)।

আর্যর মাঝত বর্ণ বিভাগ ভালদিন পাছের ব্যাপার। (বিশাল দীঘলা আর্য্য ইতিহাসের সাথত তুলনা করিলে কওয়া যায়-এইতো সেদিনের ব্যাপার), আগোত দুই বর্ণ ক্ষত্রিয় আরো ব্রহ্মণ(পুরিহিত) আছিল। পাছত ধীরে ধীরে চাইর বর্ণ হয়। ইরানিয়ান ভাবধারার কিছু মানষি দুই বর্ণ ধারাত থাকি যাবার প্রবণ হয়। বা ইমরা একবর্ণ নামতো থাকে যে, ক্ষত্রিয়র মাঝতে ব্রহ্মণ(ব্রহ্মত্ব) আছে। ইমার মধ্য থাকি ব্রহ্মণ হয়া ওঠে। আজিকার রাজবংশী কম্বোজ, বাহ্লিক, শিবি, ভৌম, পৌণ্ড্র, হৈহয় ইত্যাদি বংশের মিশলরূপ। কিছু রাজবংশী সেই একবর্ণিয়া ক্ষত্রিয় ভাবের; ইমরা নিজেই ব্রাহ্মণ, নিজেই ক্ষত্রিয়। হৈহয় ক্ষত্রিয় পৈতা ত্যাগ করিয়া শূদ্রর রূপ ধরিলে, বৈষ্ণব ধর্মিয়া ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বাওয়াজীর দ্বারায় বৈদিক ক্রিয়া করে। কামরূপের এই ইন্দো-ইরানিয়ান জনগুষ্ঠি বৈদিক ক্রিয়ার সিজ্জনকারী। ইমার দ্বারায় বৈদিক ক্রিয়া ত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই। পত্তিটা হারিবাড়ীত হরি বা বিষ্ণুর যঞ্জর থান। ঋগ্বেদের সেই পিতৃযানী মানষিলার পৈলা ভগবানের নাম বরুণ। এই বরুণ শেষোত বিষ্ণুর নগত একাকার হয়। পৈলা ঋগ্বেদতও বিষ্ণুর নাম নাই, বিষ্ণুর নাম পাছত আইসে। সেই বরুণ-বিষ্ণু বা ইন্দ্র-বিষ্ণু ধীরে ধীরে সার্বিক 'পালক' বিষ্ণুর রূপ নেয়। আর মহারতু জরাথুষ্ট্রও বা অহুরমাজদা বিষ্ণু রূপ নেয় 'সত্য নারায়ণের'। এই পালক মহা বিষ্ণু রাজবংশীর পৃথিবীরূপ অর্দগোলকের নাখান তুলসির ধাপনার উপরা তুলসি হয়া খাড়া হয়া আছে। সত্য ঠাকুর সোনা রায়-ওএই বিষ্ণুর একটা রূপ। 'সত্য ঠাকুরের সোনা রায় গিরস্তক দেও হে বর/ধনে বংশে বাড়ুক গিরি চন্দ্র দিবাকর'। চন্দ্র বংশ আরো সূর্যবংশ বাড়ার কথা কয় সোনা রায়। সোনা রায় পরিশীলিত মহাআর্য। ইমরা

মোঘল খেদার কাহিনীকরণ আর্য ক্ষাত্রশক্তির পরিচিন। ইমার রাজত্ব পুব নেপালের ঝাপা মোরং থাকি গোটায় বোদা রাজ্য। উনবিংশ শতিকার লেখকেরঘর ইমাক সঠিক ব্যাখা নাই করে। সঠিক ব্যাখা করিলেই আর্যত্ব ফুটি ওঠে। এই ঈর্ষামূলক পক্ষপাতিত্ব কাজ করিছে হয়তো। নরক ভৌম রাজবংশ যাৎ আছে জনক ভৌম এবং অত্রি ভৌম। এই ঐতিহাসিক বংশে রাজবংশ এবং কামরূপ-কামতার আন আন মেলা রাজবংশ সুধা শেষের কামতা-কুচবেহার রাজবংশতও ব্রাহ্মণ্য ধারার পরমান মেলে। শুধু পরজাস রাজবংশীলার মাঝত সেই দুইবর্ণিয়া(নিজেই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়) ভাবধারার চল থাকে। বৈষ্ণব ধারা জাগি থাকে। কামরূপের এই বৈষ্ণব ধারা যা শঙ্করাচার্যের বৈষ্ণবিয়া ধারার পরশ পাইছে, শঙ্করদেবকে প্রভাবিত করিছে।

আজিও 'গ্রেটার কুচবেহার আন্দোলনের ধারাত অনন্ত রায়ের গুষ্ঠিত নিজেই ব্রাহ্মণ সাজার প্রবণতা দেখা যায়। তবে বৈষ্ণব ধারাক ভুল করিয়া গৌরীয় ধারা ভাবিয়া তুলসি ঠাকুর তুলি ফেলা একটা মহা ভুল। কামরূপ-কামতার ধর্মসংস্কৃতি নিয়া বিতং বিতং আলোচনা না হওয়াত এই ভুল। হরগৌরী বা ধর্মর তান্ত্রিক রূপটার ভারতীয় আর্যহিন্দু ধর্ম তথা প্রচীন সোগ সভ্যতালার ধর্মীয় চেতনার মূল। এই হরগৌরী বা শিবচণ্ডির ভক্ত হিসাবত খালি রাজবংশীলাক আখ্যায়িত করিলে মহা ভুল হবে। পঞ্চাননের ব্রাত্যক্ষত্রিয় ধারণাক গহীন ভাবত ব্যাখ্যা করিলে গোটায় ভারতীয় বৈদিক ধর্মীয় বা আধ্যাত্ম(ব্রাত্য) ইতিহাস পাই। ইয়ার গহীন ভাবের ইতিহাসত বুঝা যায় 'ব্রাত্য' মানে ''ব্রতচ্যুত নোয়ায়; ব্রতযুক্ত, ব্রতবান, ব্রতদীপ্ত অর্থাৎ আধ্যাত্ম(অথর্ববেদ)।

প্রাগ চৈতন্য বৈষ্ণব ধারা গবেষণা করিলে সেই বর্মণ রাজবংশ ছাড়া কিছু পাওয়া না যায়। ঐতিহাসিক যুগতও বৈষ্ণব মহারাজ সুরেন্দ্র বর্মণক পাই(২৮০-৩২০খ্রী)। ভভুতি বর্মণ বা মহাভূতি বর্মণ আছিল সৌগ তাক ভাগবত ভক্ত মহারাজাধিরাজ। ইমার উপাধি আছিল পরমভাগবত, পরমদৈবত। ইমার পাছোত আরো মেলা বর্মণ রাজা ভাগবত ধারার পূজারী। ইয়ার পাছোত পাল রাজালা ''পালক'' অর্থাৎ গোপাল। শ্রীকৃষ্ণ গরুর পালক নোয়ায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর পালক। 'গো' মানে পৃথিবী/সৌরজগৎ/গোলক। সেই অর্থত দ্যাশোত রাজা না থাকিলে গণতান্ত্রিক ভাবত পালক তৈয়ার হয়। এই বাদে কামরূপের পাল রাজা বৈষ্ণব রীতির, আর গৌড়ের পাল রাজাও বৈষ্ণব রীতি। গোপালের বাপের নাম বপ্যাট মাওয়ের নাম দেদ্দাদেবী। উমার পাল উপাধি নাই। যায় পলির(মাটির) কাম করে উমার পাল উপাধি ''পলল'' শব্দ থাকি উপজা। কামরূপের বর্মণ রাজবংশের বৈষ্ণব ধারা পায় সেই ভোজবর্মণ। ভোজ বর্মণ পরমবৈষ্ণব উপাধিধারী আছিল। উমার বাপ শ্যামল(সাল) বর্মণের আমন্ত্রণত ১০৭৯ খ্রীষ্টাবত বামুন বাংলাত সোন্দায়। শ্যামল বর্মণ যায় কামতার এ্যাক ডাঙর এলাকার রাজা হয়া জল্পেশ্বর উপাধি নেয়(১০৭২)। রাজধানী হয় এই বোদা

যাক পৃথুরাজার গড় কওয়া হয়। এই জল্লেশ্বর পাছত গৌড়েশ্বর হয়া গৌড় থাকি রাজ্য শাসন করে এই জল্লেশ্বর শ্যামল বর্মণে আদিশূর নাম নেয়। বিষ্ণুই আদিশূর। নিজেই পরম বৈষ্ণব, এইটা বোঝের বাদে এই উপাধি নেয়। এই আদিশূরের বামুন আনে গৌড়ত। এই বর্মণ বংশর আদি বাস দিনাজপুরের সিংহপুর। ইয়ারো আগোত ইমার পুর্বপুরুষের বাস পাঞ্জাবের সিংহপুর। এই হইলেক আদিশূর কাহিনী। এই নরক, ভগদত্ত,বর্মণ রাজবংশ, আর এই আদিশূরি শ্যামল বর্মণ(সাল বর্মণ)-এর ঘরে আনে বামুনক।

কায়স্থ:

কার্যস্থ(কার্য্যত্) শব্দ থাকি ''কায়স্থ'' শব্দর উপজন। এটিও ''র''-এর ''অ''-ধ্বনি প্রাধান্য পায়া ''য়'' হওয়া আছে। এই শব্দর বিকৃতি হওয়াত কুনো বাঙালী পণ্ডিত বা সাধারণ মানষি হাসে কি? হাসে না। ''কায়স্থ''-লা নইজ্জা পায় কি? পায় না। কারণ শূদ্র কায়স্থ আজি উন্নত-শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি মেলা দিয়া সমীহ করার যোগ্য। এই বাদে উমরা যা কয় সেইটায় ঠিক।

বামুন যেন কুনো জনগুষ্টি নোয়ায়; তেমুন কাযস্থ-ও কুনো জনগুষ্টি নোয়ায়। রাজার(ক্ষত্রিয়র) কার্যস্থ(চাকর বা রাজকর্মচারী, করণিক)-লায় পাছত বংশগত ধারাত(কার্যাস্থ) কায়স্থ নাম নেয়। ইমারা মাঝত যায় যায় করণিক; উমার নাম আছিল 'করণ-কায়স্থ'। করণ-কায়স্থর মাঝত যায় উচা পর্যায়ের চাকরি করিছিল, তায় আছিল ''প্রথম কায়স্থ''। রাজন বা ক্ষত্রি কারো চাকর না হয়(পৈলা শব্দ ক্ষত্রি;ইয়-প্রত্যয়ের যোগ পাছত হয়)। ক্ষত্রপ, ক্ষত্রপতি থাকি ক্ষত্রি শব্দর উপজন। 'ক্ষত্র' মানে রাষ্ট্র। 'ক্ষেত্র' শব্দর উপজন পাছের; ক্ষত্রর মাঝত 'উর্বরভূমি' বা চাষ করির বাদে জমিন বোঝের বাদে 'ক্ষেত্র' শব্দর উপজন।পৈলান কুনো দোসরা সম্প্রদায় না আছিল। রাজগুষ্টিয়ে ব্রাত্য(আধ্যাত্ম) সাধক, ঋষি, পুরোহিত। পাছোত এই ''পুরোহিত'' বা ঋষির বংশধারা তৈয়ার হয়। 'গুণকর্ম বিভাগশ'; রূপটা আর থাকে না। কায়স্থ মানষিলার মাঝত কাঁহো কাঁহো কয় দুই-একজন বামুন-ও আছিল। যাই হউক, পাছোত কায়স্থ শ্রেণী তৈয়ার হয়। তবে এই কায়স্থ শ্রেণী তৈয়ারের পর্যায় দশম শতিকাত শ্যায হয় বুলি পরমান পাওয়া যায়।

এই কায়স্থ যেহেতু করণিক, এই তানে করণিকলার তখরা লেখার ভঙ্গিত কিছু বর্ণর একটা নিজস্ব ঢক পাইছে; আর শেষোত এই ঢকটাকে 'কাইথী লিপি' নাম দিছে কিছু গবেষক। আসলে কায়থী লিপি বুলি তো কুনো লিপি নাই। সৌগ লিপিয়ে রাজার। উমরা রাজার কেরাণি মাত্রক। আর কায়স্থ শ্রেণীর উপজন এই সেই দিনের। আর আজিও কেরাণির(মুহুরীর) দলিল লেখার একটা নিজস্ব ঢক আছে; মুহুরীর লেখা বোঝা মুসকিল! এই বাদে কায়থী যাক নাম দিছে ঐটা আসলে দেবনাগরীর আগিলা ঢক বা গুপ্ত লিপির ''কেরাণি প্যাঁচ'' মাত্রক।

এটা একটা ব্যাক্তিগত ঘটনার উল্লেখ যে, এক গবেষক মোক গিজরিয়া কয়—''কায়স্থ'' একটা জাত, উমার কায়থী লিপি আছে। অথচ, ঐ গবেষকের জানা নাই। 'কার্য্যস্থ'-র, 'র'-এর 'অ' হওয়া ধ্বনিতত্ব; জানা নাই লিপির অধিকার কেরাণির, না রাজার!

এই ঢক করিয়ায় কামরূপ-কামতার সাম্রাজ্যিক অদিকার ঐ ঢকের গবেষকলার তুলি দিবার ধরিছে ''কেরাণি''-র হাতত। আর উমরায় রংপুরের 'র'-এর 'অ' হওয়াত খুব নইজ্জা পায়।

বায়রা থাকি আইসা শাসকলা বা আক্রমনকারীলা ভারত আসিয়া কায়স্থলাক হাত করিয়া শাসন করিছে, দমন করিছে। কায়স্থলাক সুবিধা দিছে, চাকরি দিছে। এই নাখান করি মুঘল, পাঠান, ব্রিটিশ আমলত কায়স্থলা সুবিধা পায়া শিক্ষাদীক্ষা ধনেজনে আরো বাড়িয়া উঠিছে। এই ঢক করিয়া ক্ষত্রিয়র আশ্রিত বামুন শ্রেণীর নয়া আশ্রয় থল হইলেক কায়স্থত। উত্তরপুব ভারতত বামুনক ভূমিদানকারী রাজা বুলতে নরক, ভূতিবর্মণ, ভাস্কর বর্মণ, শ্যামল বর্মণ(আদিশূর) ইত্যাদি। কিন্তুক উমরা আজি কায়স্থলাক আশ্রয় করিয়া আগেবার চায়;আশ্রয়দাতা ক্ষত্রিয়ক অস্বীকার করে।

উপসংহার:

বৈদিক কামরূপের যে প্রাচীন প্রাণকেন্দ্র সেইটা এই রংপুরত। রংপুরের পঞ্চগড়ত প্রাচীন ভারতের বহু রাজা মহারাজাধিরাজ রাজত্ব করিছে। জলপাইগুড়ির(শিলিগুড়ি) বৈকুন্টপুর, রাজগঞ্জ থাকি বোদা, মেখলিগঞ্জ প্রাচীন রাজ
ঐতিহ্যের জ্বলজ্বলা নিদর্শন। মেখলি গঞ্জের মেখলা প্রাচীন ব্রাত্য রীতির পৈতাগ্রহণের সময় সন্যাসীর পেন্দা মেখলা তৈয়ার হইছে এটি। ''মেখলি'' মানে সন্যাসীর কটিবন্ধ। কিন্তুক পাছোত সেইটা কমোরের ঘেরাও কাপড়ত পরিণত হয়(অর্থাৎ মেখলা)। নীচাত পেন্দা ছুকরির ফেন্নির নাখান কাপড়টা মেখলা আর উপরার কাপড়খান বুকি বা আগরণ। এইলা প্রাচীন আর্য্যসংস্কৃতির পোশাক। এই বৈদিক উন্নত বোদাক মধ্যত ভাগ করিয়া ''পঞ্চগড়ক'' বাংলাদেশত ফেলে দিছে, যাতে রাজবংশী মানষি প্রাচীন ''বোধা/বোদা'' সভ্যতাক চিনির না পায়। এই বাদে কওয়া যায় যে, রংপুরক চিনির চাইলে, রংপুরী তথা কামতাপুরী ভাষাক চিনির চাইলে বৈদিক ইতিহাস পড়া নাগিবে। ভাষাতত্ব পড়া নাগিবে।